সকল পাঠক, পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ ইংরেজি নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ-অঙ্গন

এই জায়গায় বিজ্ঞাপন দিন মাত্র ৩০০ টাকায় (প্রতি সংখ্যার জন্য)। ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন (সাদা-কালো) প্রতি কলম সেমি ৫০ টাকা। প্রথম পাতার প্রতি কলম সেমি ৭৫ টাকা।

জানুয়ারি - ২০১৮ | AANANDA - AANGAN | মাঘ - ১৪২৪

চিত্রী ও লেখক সত্যজিৎ এবং ফেলুদা

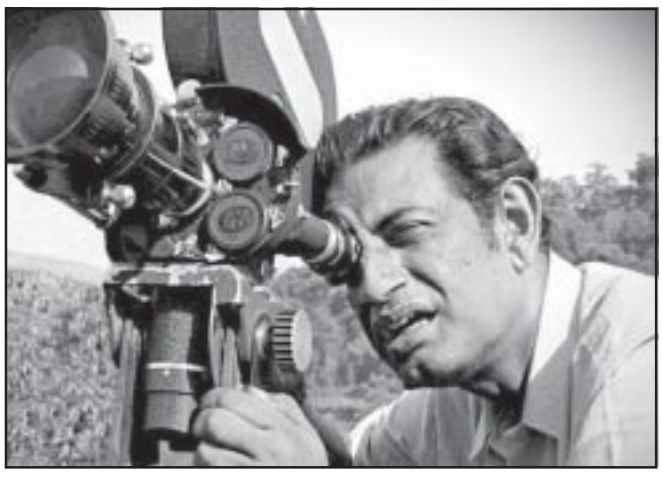

দেবব্রত চক্রবর্তী

বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের পরিচিতি শুধুমাত্র পরিচালক হিসেবে নয়। ক্যামেরা, চিত্রনাট্য, সম্পাদনা, আবহ সঙ্গীত সব অঙ্গনেই তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের কথা আমরা জানি। বহুমুখী প্রতিভাধর এই মানুষটি লেখক ও চিত্রী হিসেবেও অনন্য সে কথাটা আমাদের অজানা নয়। তাঁর ডজন ডজন গল্প, ফেলুদা সিরিজ, প্রফেসর শঙ্কুর কান্ডকারখানা ছাড়াও তাঁর অসামান্য ছোটবেলার স্মৃতিচারণের বই 'যখন ছোট ছিলাম'। আমাদের মুগ্ধতাবোধে আঁচড় কেটেছে। শিল্পী হওয়ার বাসনা সেই শিশুকাল থেকে। ছোটবেলার কিছুটা সময় কেটেছিল উত্তর কলকাতার ১০০ নম্বর গড়পাড় রোডে। সেই বাড়িতেই ছিল ছাপাখানা। ঠাকুরদাদা উপেন্দ্রকিশোর নিজে নক্সা করে বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। এই বাড়িতেই ছিল ইউ রায় অ্যান্ড সন্স প্রিন্টারস অ্যান্ড বুক মেকারস্। এখান থেকে ছাপা হতো 'সন্দেশ' পত্রিকা। শিশু সত্যজিৎ একটা কাগজে হিজিবিজি কিছু এঁকে নিয়ে গিয়ে রামদহিনের হাতে ধরিয়ে বলত, 'রামদহিন এটা সন্দেশে বেরোবে।' ও তক্ষুনি মাথা নেড়ে বলে দিত 'হাঁ খোখাবাবু, হাঁ।' শুধু তাই নয়, কোলে চড়িয়ে দেখিয়ে দিত ক্যামেরার পিছনের ঘষা কাঁচে সে ছবির উল্টো ছায়া।

সোসাইটি ফর দ্য প্রিজারভেসন অব সত্যজিৎ রে আর্ক ইভস আয়োজিত একটি অনবদ্য চিত্রপ্রদর্শনী ফেলুদাকে নিয়ে হয়ে গেল কলকাতার আইসিসিআর-এর বেঙ্গল আর্ট গ্যালারিতে (৯এ, হো চি মিন সরণী, কলকাতা-৭০০০৭১)তে। *ক্রমশঃ*

সৌজন্যে দৈনিক স্টেটসম্যান

রেখা চিত্রমের বার্ষিক অনুষ্ঠান ২০১৭

রেখা চিত্রম-এর প্রতিষ্ঠা দিবস ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮০তে যাঁরা সভায় উপস্থিত ছিলেন, বর্তমান প্রতিবেদক তাদের অন্যতম। রেখা চিত্রম-এর আজ পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ২৪ জুলাই ২০০৬ এ প্রতিষ্ঠাত্রী শিল্পী রেখা চক্রবর্তীর প্রয়াণ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি প্রতিষ্ঠানের সুখ ও শোকের অংশীদার। আজ ৬ ডিসেম্বর, ২০১৭। সল্টলেকের বিডি সভাঘরে প্রতিষ্ঠানের যে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পরিপূর্ণ সভাঘরে উপস্থিত থেকে আমি সংগঠনের অতীত ও বর্তমানের প্রতিটি হৃদস্পন্দন অনুভব করেছি।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অরুণকুমার চক্রবর্তীর আমন্ত্রণে আজকের আনন্দ অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করলেন বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র ইন কাউন্সিল শ্রী দেবাশিষ জানা। তিনি তাঁর আবেগপূর্ণ ভাষণে রেখা চিত্রম-এর আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা করলেন। সভায় আমন্ত্রিত গুণিজনদের মধ্যে যারা উপস্থিত থাকতে পেরেছেন, তাঁরা হলেন খ্যাতিমান কবি জয় গোস্বামী, প্রখ্যাত চিকিৎসক সুনির্মল সরকার, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অরুণকুমার চক্রবর্তী ও কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য। এঁদের প্রত্যেকের ভাষণে স্বতঃস্ফূর্ত উপহার গ্রহণে, সভাঘর

এরপর ৪ পাতায়

বিবেক পথের বিবেক সম্মান উৎসব

১২ জানুয়ারি আসছে দিন, স্বামীজীর জন্মদিন, ঘরে ঘরে পালনের দিন। এই শ্লোগানকে কেন্দ্র করে 'বিবেক পথে'র ১৩তম বিবেক সম্মান উৎসব ও বিবেকান্দ জন্মজয়ন্তী যথাযথ ভাবে পালন করে যোধপুর পার্ক বিবেকানন্দ মন্দিরের সামনে। ১২ই জানুয়ারি সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উদযাপন শুরু। ১৩ ই জানুয়ারি স্বাস্থ্য শিবির, সেখানে বিনামূল্যে হেপাটাইটিস বি পরীক্ষা ও টিকাকরণ করা হয়। ১৪ ই জানুয়ারি ছিল বিবেক সম্মান অর্পন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজের জন্যে যে সকল ব্যক্তি সমাজে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এইরকম ৬ জনকে এবার বিবেক পথে বিবেক সম্মান প্রদান করে তাদেরকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করে। ১২ ই জানুয়ারি থেকে ১৪ ই জানুয়ারি প্রতিদিন অঙ্কন ও হাতের কাজের প্রতিযোগিতা ছিল। গ্রুপ এ থেকে এইচ পর্যন্ত মোট আটটি গ্রুপের ৮০ টি পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। অংশগ্রহণ করবে যারা, খালি হাতে ফিরবে না তারা। ফলে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। অঙ্কন ও হাতের কাজের প্রতিযোগিতায় মোট ৩৫০ জন অংশ গ্রহণ করে।

এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবৃত্তিকার শ্রী প্রদীপ ঘোষ, সংবাদ নজর-এর সম্পাদক শ্রী অনুপ ধর, ডঃ কিংশুক দাস, ডঃ উজ্জয়িনী হালিম, ফাদার প্রদীপ রায়, বিবেক পথের সভাপতি শ্রী অঞ্জন দত্ত সহ বহু গুণীজন।

বিশিষ্ট অতিথিদের হাত দিয়েই বিবেক সম্মান ও মানত্র প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি যথাযথ ও সুন্দরভাবে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করেন বিবেকপথের সম্পাদক শ্রী সমরকুমার দাস।

BENGAL CREATIVE COLLEGE OF ART
Aranghata Road, Birnagar, Nadia, West Bengal, 741127
Website : https://bengalartcollege.wixsite.com/bcca, E-mail: bengalartcollege.@gmail.com, Mob : 8370871686

COURSE
Visual Art & Fine Art
ADMISSION OPEN

THE NATIONAL INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

MINISTRY OF MICRO, SMALL & ENTERPRISES, GOVT. OF INDIA

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

শুরুতেই ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। পুরানো বছরের সব কিছু পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নববর্ষের শুভাগমন। এই সংখ্যাটি ডিসেম্বরে প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও তা বিভিন্ন কারণে প্রকাশিত হয়ে ওঠেনি। পরবর্তী সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত হবে। ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশিত না হওয়ায় অনেক মানুষের অনুযোগ শুনতে হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত আনন্দ-অঙ্গন পত্রিকার চাহিদা দিনদিন মানুষের হৃদয়ে স্পর্শ করেছে। সকলের চাহিদা ও ভালবাসায় সমৃদ্ধ আনন্দ-অঙ্গন পত্রিকা আপনাদের আশীর্বাদে আরো অনেক পথ অতিক্রম করবে এই আশা করি।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

১৭ ডিসেম্বর ২০১৭, করুণাময়ী খেলার মাঠে ইনিশিয়েটিভ ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড পাবলিক অ্যাওয়ারনেস টার্গেট (ইস্পাত) এবং বিধাননগর পৌরনিগমের ৩২ নং ওয়ার্ড এবং করুণাময়ী ফেজ এক-এর যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন করে। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন শ্রী সুধীর সাহা, মেয়র ইন কাউন্সিল ও পৌর প্রতিনিধি বিধাননগর পৌরনিগম এই রকম অনুষ্ঠান করার জন্য ধন্যবাদ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। ইস্পাতের সভাপতি ড. অসীম কুন্ডু বলেন, সুস্থ্য থাকুন ও প্রতি বছর অন্তত দুইবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। সম্পাদক শ্রী রীতেশ বসাক আগামী দিনে সুস্থ্য থাকার জন্যে আরও অনেক সচেতনতা শিবির করার জন্য সকলকে ইস্পাত এর সাথে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। এই শিবিরের সহযোগিতা করেন ট্রিবেকা হেলথ কেয়ার, শুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন, ফোর্টিস হাসপাতাল ও সুরক্ষা ডায়গোনেস্টিক, ইস্পাতের সহ সভাপতি শ্রী স্বদেশ দে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

বিগত ২৪ ডিসেম্বর, প্রাক বড়দিনের প্রাক্কালে জগৎ মুখার্জী পার্কে সকাল ১০টায় শিক্ষা এডুকেশনাল ট্রাস্ট-এর পরিচালনায় সারা বাংলা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক, খ, গ এই তিনটি বিভাগে মোট ৩৫০ জন প্রতিযোগী বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সার্টিফিকেট, মেডেল এবং সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করা হয়।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং সর্ব সাধারণের জন্য ছিল ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলরামপুর চিনি মিলস-এর কো সেক্রেটারি নিতিন বাজোরিয়া, হিউম্যান রাইটস-এর আধিকারিক কৃষ্ণা সরকার ও সভাপতি অলংকণা শিকদার, থ্যালাসেমিয়া গার্জেনস অ্যাসোসিয়েশনের গৌতম গুহ, সিরাম থ্যালাসেমিয়ার প্রতিনিধি আশিস সাহা সহ বিশিষ্ট গুণিজনেরা। শিক্ষা এডুকেশনাল এর চেয়ারম্যান বিনয় ঘোষ মহাশয় বিশিষ্টদের মানপত্র প্রদান করে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

সল্টলেক লাইব্রেরীর মনীষী স্মরণ ও প্রতিবন্ধী দিবস পালন

সল্টলেক সিটি লাইব্রেরীর উদ্যোগে ৮ ডিসেম্বর গ্রন্থাগার কক্ষে পালিত হল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিবস এবং বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। বিগত ৩০ নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন এবং ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস একই সঙ্গে ৮ ডিসেম্বর পালিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পৌরনিগমের ৪১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রী অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সল্টলেক সিটি লাইব্রেরীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী তরুণকান্তি বসু, প্রশাসক শ্রী প্রদীপ নিয়োগী, আড়িয়াদহ টাউন লাইব্রেরীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক তথা এলএলএ মেম্বার শ্রী অমিত মুখার্জী এবং গ্রন্থাগারের পাঠক ও সদস্যবৃন্দ। সল্টলেক সিটি লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরিয়ান শ্রীমতি নন্দা ভৌমিকের পৌরহিত্যে অপূর্ব এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার পেল সকল দর্শকবৃন্দ। প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন পৌরপিতা অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। বক্তব্যের শেষে তিনি গ্রন্থাগার উন্নয়নের কথায় জোর দেন এবং সল্টলেক সিটি লাইব্রেরীর উন্নতিতে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন। প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত এক মর্মস্পর্শী গল্প শোনালেন পাঠিকা শ্রীমতি বীথিকা রায়। একই বিষয়ে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উদাহরণ রাখলেন শ্রী অমিত মুখার্জী।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবন ও কীর্তি তুলে ধরলেন গ্রন্থাগারের শিশু পাঠক শ্রী অভিজ্ঞান বসু মজুমদার। এরপর অনুষ্ঠিত শ্রুতিনাটক এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় এক অনন্য মাত্রা যোগ করে। সল্টলেক সিটি লাইব্রেরীর সুখে-দুঃখে দীর্ঘদিন পাশে থাকা পাঠক পাঠিকা এবং শুভাকাঙ্খীদের সংবর্ধনা প্রদান করেন শ্রীমতী নন্দা ভৌমিক, সংবর্ধিত হলেন গ্রন্থাগারের একনিষ্ঠ পাঠক শ্রী রাজীব দাস, বর্ষীয়ান শ্রী শঙ্করলাল চৌধুরী সহ আরও বেশ কয়েকজন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার প্রাক মুহূর্তে দর্শকবৃন্দের মুগ্ধতার দৃষ্টি অনুষ্ঠানের সাফল্যকেই সূচিত করে।

সর্বভারতীয় শিল্পাঙ্গন পরিষদ

সাধক শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

বাঁকুড়ার যুগীপাড়ায় ১৯০৬ সালে ২৫ শে মে সাধকশিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের জন্ম হয়। বাবার নাম ছিল চন্ডীচরণ বেইজ। মার নাম সম্পূর্ণা। বেইজ কথাটা এসেছে 'বৈদ্য' থেকে।

ছোটবেলায় শিল্পী যে পরিবেশে মানুষ হয়েছে তার চারধারে ছিল ক্রাফটম্যানদের বসতি। অর্থাৎ ছুতোর, কর্মকার ইত্যাদি। শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের ছোট থেকেই ছবি আঁকার টেনডেনসি ছিল। শিল্পী আপন মনে শ্লেট নিয়ে, ঘরের দেওয়ালে যেসব ছবি টাঙানো থাকতো তাই আঁকতে চেষ্টা করতেন। দেওয়ালে টাঙানো বেশীরভাগই ছিল দেবদেবী, রাধাকৃষ্ণ। এই সময় শিল্পীকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করতো ওঁ-করের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের ছবি। যা তিনি ভালভাবে আঁকতে পারতেন। ছবি আঁকা শেখার ব্যাপারে ঐ সময় শিল্পীর কোন শিক্ষক ছিল না।

১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে নন্দলাল বসু কলাভবনের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিবেশী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ১৯ বছর বয়সে রামকিঙ্কর বেইজ কলাভবনে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। তখন এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি সদ্য ফোটা ফুলের মত রবিকিরণে উদ্ভাসিত।

ছাত্রাবস্থায় শিল্পী ১৯২৭ সালে নালন্দা, রাজগৃহ, জয়পুর, চিতোর, উদয়পুর প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। ভারতের প্রাচীন যুগের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয় এবং জয়পুরের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মালিরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এবং কিছুদিনের জন্য তিনি তাঁর ছাত্র হন। এছাড়া ১৯২৮ সালে ঐ সময়কার কয়েকজন বিদেশী ভাস্করের কাছে ভাস্কর্যের পাঠ নেবার সুযোগ পান যেমন কায়রোতে পরিচয়ের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে আসেন ভিয়েনার মহিলা ভাস্কর লিজা ভনপট। মিসেস পট বিদায় নেবার অল্প কিছুদিন পরেই আসেন রঁদার বেলজিয়াম শিষ্য বুর্দেলের শিষ্যা মাদাম মিলওয়ার্ড। প্রকৃতপক্ষে এঁর কাছেই মূর্তিগড়া এবং ছাঁচ নেবার কাজ শেখেন। মিলওয়ার্ড-এর সুদক্ষ সহযোগিতা এবং ইউরোপীয়ান ভাস্করদের উপর বিশদ আলোচনা তাঁকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে বিশেষ সাহায্য করে। মিলওয়ার্ড চলে যাবার কিছুদিন পর আসেন ইংরেজ ভাস্কর বের্গম্যান। মাটির টালিতে শেখান রিলিফের কাজ। পরে শিল্পী ১৯২৯ সালে কলাভবনের পুরো শিক্ষা শেষ করে শান্তিনিকেতনেই স্বাধীনভাবে শিল্পকাজ আরম্ভকরেন। ঐ সময় তিনি প্লাস্টারের মাধ্যমে ৩০ সেমি উচ্চতার কচ ও দেবযানীর মূর্তি করেন।

শিল্পী রামকিঙ্করের গুরুত্বপূর্ণ ছবিগুলির সময়সীমা ১৯৩০ থেকে ধরা যায়। এবং তার চিত্রধারাকে তিনটি পরিষ্কারভাবে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ পোট্রেট, দ্বিতীয়তঃ ল্যান্ডস্কেপ, যার বেশীর ভাগই জল রঙের। তৃতীয়তঃ তেলরঙে কম্পোজিশন।

পোট্রেট আঁকিয়ে হিসেবে বিখ্যাত শিল্পী অবনী ঠাকুরের পর শিল্পী রামকিঙ্করই হলেন একমাত্র শিল্পী যিনি নব্য ভারতীয় ধারায় উৎসাহের সঙ্গে পোট্রেট করেছেন। শিল্পী রামকিঙ্করের বেশীরভাগ ল্যান্ডস্কেপই হল জলরঙে করা বীরভূমের খোলামলা এবড়ো খেবড়ো রুক্ষভূমির দৃশ্য। কোপাই-এর শুকনো মরাচর, তালগাছ ঘেরা এবড়ো খেবড়ো লাল মাঠ এবং আলোছায়া ঘেরা শান্তিনিকেতনের শালবীথি এগুলিই হল তাঁর পরিচিত আর বাঁধাধরা বিষয়। শিল্পীর তেলরঙে করা বিশিষ্ট কম্পোজিশনগুলি এক নতুন ধারার সূচনা করে। তাঁর কিছু কিছু ছবিতে ইমপ্রেসনিষ্ট অনুভবের বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায় এবং স্বতঃস্ফূর্ততাই হল এর প্রধান গুণ। যা আমরা দেখতে পাই 'কোনার্কের পথে' 'সাঁওতাল দম্পতি' এবং 'ছাগল নিয়ে মেয়ে' ছবিগুলিতে।

ভাস্কর্য হিসেবেই রামকিঙ্করের পরিচয় সবচেয়ে বেশী। মাধ্যম হিসেবে ভাস্কর্য ছবির থেকে অনেক বেশী দুরূহ, অনেক বেশী কষ্টসাধ্য। ১৯৩৫ সালে 'শ্যামলী'র মাটির দেওয়ালে করেন হাই রিলিফের কাজ।

এখানে নন্দলাল ও অন্যান্যদের কাজ ছাড়াও তাঁর কাজ আছে ঘরের প্রধান প্রবেশ পথ পোড়ামাটির (?) 'সাঁওতাল ও মেঝেন'-এর দ্বারপাল রিলিফ, পূর্বকোণে 'সাঁওতাল দম্পতি' এবং পেছনের দেওয়ালে বাঁকুড়ার টেরাকোটা ছাঁচে 'কৃষ্ণগোপিনী' (কপি)। ১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতনে ব্লাক হাউস বা কালো বাড়ীর মাটির দেওয়ালে রিলিফের কাজ করেন। এই বছরই কাষ্ট সিমেন্টের কাজ করেন, যথাক্রমে ৫২ সেমি. উচ্চতার 'শ্রীমতি জয়া' এবং ৭৬ সেমি উচ্চতার 'গাঙ্গুলী মশাই' ১৯৩৮ সালে ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত পরিবেশীয় ভাস্কর্য 'সাঁওতাল পরিবার'। ৪৬ সেমি. উচ্চতার প্লাষ্টারে করেন রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত প্রতিকৃতি ভাস্কর্য 'পোয়েটস হেড' এবং বিশিষ্ট তৈলচিত্র 'পিকনিক'। ১৯৪৩ এর মন্বন্তর। মন্বন্তরের প্রভাব তাঁর ছবি ও ভাস্কর্যে প্রতিফলিত হয়। তখন তিনি ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন অন্যতম বিশিষ্ট মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য 'ধানঝাড়া'। ১৯৪৫ সালে নেপালের বর্তমান লেজিড হোস্টেলের সামনে ডাইরেক্ট কংক্রীটের 'বুদ্ধমূর্তি'র কাজটি করেন, ১৯৫৫ সালে দিল্লীর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'যক্ষ-যক্ষী' ভাস্কর্য তৈরীর জন্য ভারত সরকারের আমন্ত্রণ পান এবং ১৯৪৬ সালে নভেম্বর নাগাদ কাজটি শেষ করেন। ১৯৬৩তে লেডিজ হোস্টেলের সামনে করেন 'মোষ ও ফোয়ারা' ভাস্কর্যটি। ১৯৬৫তে উত্তরায়নের 'পম্পা'র ভাস্কর্য তিমিমাছ কাজটি শেষ করেন। ১৯৭৭-এর ১৯ ফেব্রুয়ারী বিশ্বভারতীয় সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন এভং ১৯৭৯-এর ২২ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত হন।

অবশেষে ১৯৮০ সালের ২ আগস্ট শনিবার ৭৪ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ।

আমূলের জাতীয় দুগ্ধ দিবস পালন

২৬ শে নভেম্বর ছিল জাতীয় দুগ্ধ দিবস। এই দিবসের অন্যতম পুরোধা মিল্কম্যান ভার্গিস কুরিয়েন-এর জন্মদিন। এই দিনটিকে স্মরণ করে আমূল বিধাননগরের রেখাচিত্রমে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। আমূল প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে আমূলের উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী উপহার দেয়। এই অনুষ্ঠানে আমূলের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনা করেন রেখা চিত্রমের অধ্যক্ষ শ্রী অরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয়।

আমার ছবি আঁকা

যোগেন চৌধুরী

গত সংখ্যার পর

এ সময়কার দু একটি ছবি নিয়ে কিছু বলা যেতে পারে। 'বুদ্ধিজীবি' অথবা 'The Intellectual' বলে ছবিটি করেছিলাম, তার বিষয়বস্তু মূলতঃ এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবিদের প্রতি সমালোচনামূলক বক্রোক্তি। অনেক বুদ্ধিজীবি অতিশিক্ষিত ব্যক্তি থাকেন যারা প্রকৃতপক্ষে সমাজের কোনও গঠনমূলক কাজে কর্মে আন্তরিকভাবে যুক্ত নন, শুধু কেতাবীপনা করে সমাজে স্থান করে নেন। চালকুমড়োর সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তান্ত্রিক শিল্পের শিবলিঙ্গের মত তার আঁকার।

'চাঁদনী রাতের বাঘ' ছবিটি আকারে বেশ বড়। ছবিটি বর্তমানে দিল্লির মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টের সংগ্রহে রয়েছে। একটি দৈনিক কাগজে ছাপা সামান্য সার্কাসের অস্পষ্ট 'অ্যাড' (ads) থেকে আমি প্রাথমিকভাবে ছবিটির বিষয়ে অনুপ্রাণিত হই। ওই সময় ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এমার্জেন্সী ঘোষিত হয়। ছবিতে ভাসমান বাঘটি যেন এমার্জেন্সীর প্রতিরূপ। একটি অন্তঃসত্ত্বা নারীর ওপরে সে উদ্যত হয়ে আছে। অন্ধকার আকাশে এক ফালি বাঁকা চাঁদ। একই সঙ্গে এটি বিদ্রুপ স্বপ্ন ও রহস্যময়তার ছবি। ছবিটি অবশ্যই allegorical এবং পরাবাস্তবতার। ছবিটিতে বাঘ ও শায়িতা নারীর শারীরিক গড়ন বিশেষভাবে আমার সেসময়কার ছবির আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিচয় বহন করে। ছবিটি ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংল্যান্ড -এসব জায়গায় প্রদর্শিত এবং বিশেষভাবে প্রসংশিত হয়েছে।

'পোট্রেট অফ এ রিয়াটার্ড সিভিল সারভেন্ট' ছবিটি অবশ্যই রাষ্ট্রপতি ভবনে কাজ করার কারণে সম্ভব হয়েছে, বিশেষ করে খুব কাছে থেকে সরকার আমলাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। অবশ্য ছবিটির বিশেষ মুখাকৃতিটি বোধহয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির মত হয়ে উঠেছে। তা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এভাবেই ছবিতে ঘটে থাকে। এখানে ব্যুরোক্র্যাটদের চরিত্রকে আঁকতে চেয়েছি এবং একই সঙ্গে আমার ছবির গড়ন সম্পর্কে একটি উপলব্ধি এ ছবির মধ্যে লুকিয়ে আছে, তা হলো, ছবির ভাব ও শক্তি (energy) কে আকারের মধ্যে স্থির (freeze) করা। এ ছবিটিতেও স্যাটায়ার আছে। ব্যুরোক্র্যাটরা যে অনড় পাথরের মতো। নিয়মের বাঁধনে বাঁধা। এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভবের কথা। দিল্লিতে থাকাকালীন ওই পনেরো বছরে কয়েকশো ছবি এঁকেছিলাম। শেষের দিকে বেশ কয়েকটি ছোট আকারের তেলরঙা ছবিও এঁকেছিলাম অনেক দিন পর। ১৯৮৭ তে আমি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষকতায় যোগ দেই, দিল্লির চাকরী ছেড়ে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন তথা কলাভবন ভারতীয় আধুনিক শিল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও চিন্তাধারায় গড়ে তোলা এই স্থানটি আমার কাছে বিশেষ উৎসাহের কারণ ছিল। কিন্তু বলতেই হয়, কলাভবনের পরিবেশ যতখানি একজন সৃষ্টিশীল শিল্পীর কাছে আকর্ষণীয়, বর্তমান সময়ে সেখানে যেভাবে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয় সর্বাঙ্গীনভাবে, তাঁতে সৃষ্টিশীলতার কাজে ততখানি সময় পাওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া দিল্লির পরিবেশ ছেড়ে নতুন পরিবেশে কাজে মন বসতে সময় লেগে যায় স্বাভাবিকভাবেই। যাইহোক, শান্তিনিকেতনে আমার ২৩ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে।

এ সময়ের মধ্যে বেশ কিছু কালি কলমের কাজ ছাড়াও প্যাস্টেল এবং কালো কালি ও তুলি দিয়ে অসংখ্য রেখাচিত্র করেছি মানুষ মানুষী এবং প্রকৃতি নিয়ে। এক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও কলাভবনের রেখাচিত্রের ঘরানার পরোক্ষ প্রভাব কাজের ওপর হয়তো পড়েছে। তবে কালো কালি ও তুলির রেখাচিত্র এর আগে দিল্লি পর্যায়ের কাজের মধ্যেও রয়েছে। প্যাস্টেলের আঁকা রেখাচিত্র শুরু হয়েছে কলেজ জীবন থেকেই। *ক্রমশঃ*

সৌজন্যে শারদীয় দৈনিক স্টেটসম্যান

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ১৪৬ তম জন্মবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

দেবব্রত চক্রবর্তী

গত সংখ্যার পর

তাই তাঁর মত ছিল, 'অন্যের বন্দরে আমার জাহাজ কেন ভেড়াবো, আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বন্দর রয়েছে যখন'। সেই স্বতন্ত্র বন্দরের স্বরূপ কী, তা তিনি সারাজীবন তাঁর কাজে ও কথায় নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। বাগেশ্বরী ভাষণমালা (১৯২১-২৯) এর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সৌদামিনী দেবীর দুই পুত্রই শিল্পী হিসেবে দিকপাল হয়েছিলেন পরবর্তীকালে। জ্যেষ্ঠ পুত্র গগনেন্দ্রনাথ (১৮৬৭-১৯৩৮) চিত্রশিল্পী ব্যঙ্গচিত্রী, বাংলাদেশের চিত্রকলায় কিউবিজম এর প্রতিষ্ঠাতা। ইন্ডিয়া সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। মধ্যমপুত্র সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯৫১) গগনেন্দ্র অবনীন্দ্রনাথের মতো সমরেন্দ্রনাথ ততটা লোকসমক্ষে আসেননি। ফলে তাঁর কথা অধিকাংশ জনের কাছে অজানা থেকে গেছে। তিনি নিজেদের পাঠাগারে গ্রন্থপাঠে ডুবে থাকতেন। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বই কিনতেন গগনেন্দ্র আর সমরেন্দ্র ডুব দিতেন বইয়ের সমুদ্রে।' ফরাসি আর রুশ সাহিত্যে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য জন্মেছিল।

কল্লোল সম্পাদক দীনেশচন্দ্র দাশ-এর সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে প্রথম অবনীন্দ্র সন্দর্শন প্রসঙ্গে জসীমুদ্দিন লিখেছেন, 'কিছুক্ষণ পরে চাকর আসিয়া আমাদিগকে সেই সিঁড়ি পথ দিয়া উপরে লইয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া একখানা ঘর পার হইয়া দক্ষিণধারের বারান্দা। সেখানে তিনটি বৃদ্ধলোক তিনটি জায়গায় আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। কোথাও টু শব্দটি নাই। দুইজন ছবি আঁকিতেন, আর একজন বই পড়িতেছেন। প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া আলবোলা।' (ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়, পৃ ৩৭)।

'বই পড়িতেছেন' সমরেন্দ্রনাথ। নন্দলাল বসু একটি চিত্রে এই তিন ভাইকে চিত্রায়ত করে গেছেন।

এই দক্ষিণের বারান্দায় সারা বিশ্বের প্রখ্যাতজনেরা অবনীন্দ্র সন্দর্শনে আসতেন। এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। অবনীন্দ্রকন্যা উমাদেবী তাঁর 'বাবার কথা' গ্রন্থে এমনটা লিখেছেন, 'বেলা আটটার সময় নবীন বাবুর্চি রুটি টোস্ট, ডিমসেদ্ধ ট্রেতে করে এনে ধরে দিত তিনবাবুর সামনে। আগে তাঁরা কাকেদের খাওয়াতেন। তারপর নিজেরা খেতেন। বিশ্বম্ভর বেয়ারা তামাক দিয়ে যেত তিন বাবুকে। এবার কাজের পালা। বাবা বুঝি তখন ক্ষীরের পুতুল লিখছেন, তারপর শকুন্তলা, আরও কত বই। বেশিরভাগ বই ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে। বইটি লেখা হলে পড়ে শোনাতেন। তাঁর বলা ভঙ্গীতে এমনি যাদু ছিল, আমরা শুনতে শুনতে তাঁর সেই গল্পের রাজ্যেই চলে যেতুম। এর অনেক আগে থাকতেই বাবা ছবি আঁকছেন। যখনকার কথা বলছি, বাবা তখন বেশিরভাগ অয়েল পেন্টিং করতেন। একতলার বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে একটা মস্ত ইজেল, তার উপর কাঠের ফ্রেম ক্যাম্বিসে মোড়া। হরিণবাবু রঙ মেড়ে ঠিক করে দিচ্ছেন আর বাবা এঁকে চলেছেন। *ক্রমশঃ*

সৌজন্যে দৈনিক স্টেটসম্যান

আমার কথা

এই বিভাগে প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের শিল্পী হয়ে ওঠার কাহিনী প্রকাশিত হবে তাদের লেখায় ও রেখায় - এবারের শিল্পী শ্রী দেবব্রত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট শিল্পী ও কলা সমালোচক

স্মৃতির ছবি

গত সংখ্যার পর

সেই বাঁধানো ছবির বিষয়বস্তু ছিল একটি সমুদ্রের জাহাজে আগুন লেগেছে। উনি সেই ছবি জাপান থেকে এনেছিলেন। আমি খুব মন দিয়ে ছবিটা দেখে এক ছুট্টে উপরের ঘরে গিয়ে ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে ঐ বিষয়বস্তুর একটি ছবি আঁকা শুরু করলাম। তখনকার দিনে বিলিতি ওয়াটার কালার বক্স 'সার্কাস' ছিল আমার কাছে। সেই রঙের বাক্সের দাম ছিল তখন মাত্র এক টাকা। একবারই আসল ছবিটা নিচের বৈঠকখানায় দেখেছিলাম। মনের মধ্যে ঐ ছবিটার ধারণা যতটুকু ছিল সেইটুকু দিয়ে আমার ছবিটা আঁকলাম। পরে মিলিয়ে দেখলাম অন্যরকম হয়েছে। সেই ছবি গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্টের ঐ কম্পিটিশনে প্রথম হল। ছবি পাঠানোর বেশ কিছুদিন পরে বাড়িতে একটা পার্সেল এলো। কাকা পার্সেলটা খুলে বললেন, 'তুমি গঞ্জামের ঐ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছো। ওরা চিঠি দিয়েছে আর পাঠিয়েছে সার্টিফিকেট আর এই রূপোর মেডেলটা। বাড়িতে খুব হৈচৈ হল। পরের দিন স্কুলে গিয়ে শুনলাম, হেডমাস্টার মশাই ডাকছেন। ওঁর কাছে গেলে উনি বললেন, 'কনগ্র্যাচুলেশন, আমরা গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্ট থেকে চিঠি পেয়েছি। তুমি ফার্স্ট হয়েছো।' স্কুল হাফ ছুটি হয়ে গেল।

এই পুরস্কার পাওয়ার ঘটনাটা উৎসাহ জুগিয়েছিল। ঠিক করলাম চিত্রশিল্পী হব। ঐ স্কুল ছেড়ে সায়েন্স নিয়ে ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে ভর্তি হলাম। ঐ পুরস্কারের ঘটনাটি ছিল ১৯৬০ সালে। ১৯৬৫ তে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে বেরোলাম ব্রাহ্মবয়েজ স্কুল থেকে। কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টে উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলাম সেই কলেজে। বাবা ও মা ছাড়া সবাই আপত্তি করেছিলেন আর্ট কলেজে ভর্তি হতে। আর্টিস্ট হলে জীবনে কিস্যু হবে না। না খেতে পেয়ে মরতে হবে। তবু শুধুমাত্র বাবা ও মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আর্ট কলেজে জীবনের যাত্রা শুরু করলাম।

তারপর দীর্ঘপথ। ঐ আর্ট কলেজে প্রখ্যাত শিল্পীদের মাস্টারমশাই হিসেবে পেয়েছিলাম। চিন্তামনি কর ছিলেন অধ্যক্ষ। সত্যেন ঘোষাল, হরেন দাশ, ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, গণেশ হালুই, অশেষ মিত্র, মৃদুল ব্যানার্জি, মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র এই রকম দিকপাল শিল্পীরা ছিলেন তখনকার মাস্টারমশাই। সে অনেকদিন আগের কথা দেখতে দেখতে পঞ্চাশ বছরের বেশি পার হয়ে গেল। তারপর কর্মজীবন, সংবাদপত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আর ছবি আঁকার ও লেখার জগত এখনও প্রবাহিত। যোগেন চৌধুরী, ঈশা মহম্মদ, বিজন চৌধুরী, ওয়াশিম কাপুর, প্রকাশ কর্মকার, রবীন মন্ডল, অনিতা রায়চৌধুরী, বিপিন গোস্বামী প্রমুখ শিল্পীদের দল 'ক্যালকাটা পেন্টার্স'এ যোগ দেওয়া এবং ঐ দলের সেক্রেটারি হওয়া থেকে শুরু করে জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় দেশে বিদেশে ছবি আঁকতে গিয়ে ঋদ্ধ হয়েছি। লেখার সূত্রে কত শিল্পীদের কাছে পেয়েছি। অগ্রজ, অনুজ শিল্পীদের অনুভবের মাত্রা উপলব্ধি এখনও করছি। অনেকেই প্রয়াত হলেন। গণেশ পাইনের সঙ্গে ওঁর কবিরাজ রো-এর বাড়িতে এবং কলেজস্ট্রিট মার্কেটের বসন্ত কেবিনে চুটিয়ে আড্ডা মেরেছি। বাংলাদেশের শিল্পীদের সঙ্গে ঢাকা ক্লাবে জমজমাট আড্ডায় বিমুগ্ধ হয়েছি। যোগেন দার সঙ্গে ম্যারাথন আড্ডার বৃত্তান্ত লিখেছি। আমার 'এবং আড্ডা ...' নামক বইয়ের দুটি খন্ডে শিল্পী সাহিত্যিক আর আড্ডাবাজ ব্যক্তিত্বদের নিয়ে ২১৭টি লেখা আছে। সঙ্গে আমার আঁকা ছবি। আসলে শতকাজের মধ্যে আমি আড্ডা অন্ত প্রাণ। কত পেশায় মানুষজনের সংস্পর্শে এলাম। ওপার বাংলার বিখ্যাত পত্রিকা 'কালি ও কলম'এ ধারাবাহিকভাবে আড্ডা বৃত্তান্ত লিখে চলেছি। কালি কলম আর রঙ তুলির আড্ডায় জীবনকে নতুনভাবে চিনতে পারছি। সেইসব দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। বিস্তৃত সেইসব কাহিনী। সেইসব শিখতে গেলে বিশাল একটা বই হয়ে যাবে। এই লেখার পরিসরে তা সম্ভব নয়।

সমাপ্ত

ছবি আঁকো, ছবি পাঠাও

প্রিয় শিশু ও কিশোর বন্ধুরা,

প্রকৃতি আমাদের চারিদিকের পরিবেশকে সুন্দর শিল্পকলার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ও মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিতে ভরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এই সৃষ্ট শিল্পকলাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমরাও শিল্পকলার মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে পারি। এসো রঙে, রেখায় ফুটিয়ে তুলি এই প্রকৃতিকে। তাই আর দেরি না করে তোমাদের আঁকা শিল্পকলা / ছবি পাঠিয়ে দাও আমাদের পত্রিকা দপ্তরে।

রেখা চিত্রমের ৩৭ তম বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী

সল্টলেকের সিকে ৪৭, রেখাচিত্রমের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ৩৭ তম চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জ্ঞানপীঠ কবি শঙ্খ ঘোষ, বিশিষ্ট কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া। সঙ্গে ছিলেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অরুণ কুমার চক্রবর্তী। কবি শঙ্খ ঘোষ অভিনন্দন জানান রেখা চিত্রমের এই সাইত্রিশতম চিত্র প্রদর্শনীকে।

কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য রেখাচিত্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুখ ও শোকের অংশীদার বলে আবেগপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষণে আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা করেন। দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন এবং অধ্যক্ষ অরুণবাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অধ্যক্ষ অরুণকুমার চক্রবর্তী বলেন, স্টিচ, জল রং, অয়েল প্যাস্টেল, পেন্সিল স্কেচ, চারকোল পেন্টিং, অয়েল পেন্টিং মিলিয়ে মোট ৫০০ ছবি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এই প্রদর্শনী ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৩ টে থেকে ৮টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য খোলা ছিল।

রেখা চিত্রমের বার্ষিক অনুষ্ঠান

১ পাতার পর

করতালি মুখর হয়ে ওঠে।

সভার দ্বিতীয় পর্বে রেখা চিত্রম-এর বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের মঞ্চে এসে সুশৃঙ্খলভাবে তাদের প্রিয় শিল্প নিকেতনের পুরস্কার পদক গ্রহণ। সভাঘরে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ তাঁদের পুত্র কন্যাদের সোচ্চারে সংবর্ধিত করেন। ৩৭ বছরের এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অভিভাবকদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে সভা মুখর হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় এবং সর্বশেষ পর্বে কুশলী নৃত্য শিল্পীরা মঞ্চে যেন ইন্দ্রলোকের আবির্ভাব ঘটান। প্রথমে গণেশ বন্দনা দিয়ে এই পর্বের শুভ সূচনা। শিক্ষার্থী শিল্পীবৃন্দের পরপর ভারত নাট্যম, কত্থক, রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশনে মঞ্চে যেন অলৌকিক শিল্প লোকের আবির্ভাব। রবীন্দ্র নৃত্য অংশে প্রকৃতপক্ষে মঞ্চে ছয় ঋতুর বৈচিত্র্য। দর্শকরা নির্বাক বিস্ময়ে তাদের পুত্রকন্যার দক্ষ নৃত্য পরিবেশনায় আপ্লুত।

যার সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি মহিমান্বিত হয়ে ওঠে, তিনি সুবীর মন্ডল। অন্য অনুষ্ঠানেও সুবীরের স্বরক্ষেপনে মুগ্ধ হয়েছি।

সূচনা থেকে শেষপর্যন্ত সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা অরুণ কুমার চক্রবর্তী যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর সহকারীদের সাহায্যও অবিস্মরণীয়।

সর্বোপরি বিডি অডিটোরিয়ামের দক্ষ কর্মীবৃন্দ যে সহায়তা করেছেন, রেখা চিত্রম তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

শিল্পাঙ্গন একাডেমির একাদশ বর্ষ চিত্রকলা প্রদর্শনী

শিল্পাঙ্গন একাডেমির একাদশ বর্ষ চিত্রকলা প্রদর্শনী ও সমাবর্তন উৎসব ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে চাকদহের নবারুণ সমিতির মাঠে। ১৭ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি ৪ দিন ব্যাপী এই ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের আঁকা কয়েক হাজার চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রী অরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রিন্সিপাল রেখা চিত্রম ও সর্বভারতীয় শিল্পাঙ্গন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা। শ্রী অঞ্জন বাগ, বিশিষ্ট কবি। শ্রী শিবানন্দ মুখার্জী, ফিল্ম ডিরেক্টর। শ্রী কৌস্তভ দত্ত, চিত্র শিল্পী ও নাট্যকার। শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার, সহ সভাপতি, সর্বভারতীয় শিল্পাঙ্গন পরিষদ ও সম্পাদক, আনন্দ অঙ্গন পত্রিকা। শ্রী পিন্টু সাহা, আইসি চাকদহ থানা। সুলতান মন্ডল, সেন্ট্রাল আরজি পার্টির সম্পাদক। শ্রী মনোতোষ সরকার, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক। শ্রী শঙ্কর রক্ষিত, সাংস্কৃতিক জগতের দিকপাল ব্যক্তিত্ব। শ্রী গোবিন্দকৃষ্ণ আচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। শ্রী প্রদীপ পাল, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও বহু গুণীজন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শিল্পাঙ্গন একাডেমির কর্ণধার শ্রী প্রহ্লাদ পাল।

মঠেরদিঘি পল্লীসেবা সদনের বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন

সম্প্রতি ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে প্রভাত ফেরী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী মদনমোহন মন্ডল মহাশয়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মঠেরদিঘী পল্লীসেবা সদন পঞ্চম বর্ষ 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রবন্ধী সম্মেলন ২০১৭' ক্যানিং বন্ধুমহলে বিপুল জনসমাবেশের উপস্থিতিতে সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে উদযাপন করে।

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সমাজেসবার কাজে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মঠেরদিঘি পল্লী সেবা সদন। মঠের দিঘি পল্লী সেবা সদন বর্তমান যে কাজগুলি করে সমাজের উন্নতিসাধন করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ, কেঁচো, মাশরুম, ছাগলপালন, বড়ি ও পাঁপড় তৈরির প্রশিক্ষণ। তাছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগণার ৬টি ব্লকে চলছে এগ্রিকালচারের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ। তার মধ্যে টিস্যু কালচার, কলাচাষ, গাদাফুল, বস্তায় আদা চাষ, জৈব পদ্ধতিতে সার উৎপাদন প্রভৃতি। সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধীদের সহায়ক সরঞ্জাম দান করে এই সংস্থা সমাজের বহু লোকের উপকার সাধন করছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে এই সংস্থা দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১২টি ব্লকের প্রায় ৩০০ জন প্রতিবন্ধীকে শীতবস্ত্র দান করে। এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গ যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈপুন্য অর্জন করেছে এই রকম ১২টি ব্লকের ১২ জনকে স্মারক দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেছে।

উপস্থিত সম্মানীয় অতিথিরা এই অনুষ্ঠানের উপর তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোকপাত করেন। প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে বলেন, যাদের উপর সমাজ ও রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের কাজকর্ম থেকে প্রতিবন্ধীরা কোনভাবেই পিছিয়ে নেই। আর কারা প্রকৃত অর্থে প্রতিবন্ধী সেটা আমাদের ভাবাচ্ছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেবীদয়াল কুন্ডু, এসডিপিও ক্যানিং মহকুমা। উত্তম দাস, প্রধান মাতলা ২নং পঞ্চায়েত। প্রদীপ রায়- ফাদার, বিবেক জ্যোতি। সমর কুমার দাস - সম্পাদক বিবেক পথে। রবীন রায়- সাহিত্যিক। উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় - সাংবাদিক। অনুপ বিশ্বাস- সাংবাদিক সহ বহু বিশিষ্ট গুণিজন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক খোকন মন্ডল।

অনিমেষ সূত্রধর, চারুকলা আর্ট স্কুল

সর্বভারতীয় শিল্পাঙ্গন পরিষদ

স্টেট গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড
পরিচালনায় ঃ সোদপুর আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি
পূর্বাশা, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১৩
যোগাযোগ ঃ **09635780851 Whatsapp: 08981565892**

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiyashilpanganparishad

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্র শিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ), ৯০০৭৪৮৪৮৫৮। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার।E-mail : k.sarkar151071@gmail.com